সংবাদ

তারিখ ... 23/5/83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

030

পাঠ্যবইয়ের মানোন্নয়নে ইউনিসেফের বিশেষ প্রকল্প

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ের মানোন্নয়নের জন্য ইউনিসেফ প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার ব্যয়ে একটি বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে যে, বাংলাদেশ সরকারের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে এই প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষা খাতে ইউনিসেফের দেয়া নিয়মিত সাহায্য কর্মসূচীর বাইরে এই বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। গত অক্টোবর মাস থেকে ইউনিসেফ এই প্রকল্পের অর্থ সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন দাতা দেশের সাথে যোগাযোগ করে আসছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারও প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে যে, পশ্চিম জার্মানী, কানাডা ও জাপান সরকারের এই প্রকল্পে অর্থ সাহায্য দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই বিশেষ প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড-এর নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা হবে। ছাপাখানার যন্ত্রপাতি বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৩২ লাখ মার্কিন ডলার। তেজগাঁ অথবা টঙ্গীতে বোর্ড-এর নিজস্ব জায়গায় এই ছাপাখানা স্থাপন করা হবে। এতে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যবই ছাপানো হবে।

এই প্রকল্পের অধীনে ১৯৮৫

(শেষ পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

পাঠ্যবই

(১ম পাতার পর)

সাল পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা, অংক, ইংরেজী, পরিবেশ পরিচিতি প্রভৃতি মূল পাঠ্যবইগুলো ছাপানোর জন্য 'অফসেট' কাগজ সরবরাহ করা হবে। এ জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৭ লাখ মার্কিন ডলার।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সাল থেকে ইউনিসেফ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা ও অংক বই ছাপানোর জন্য অফসেট পেপার সরবরাহ করে আসছে। এই কর্মসূচীর অধীনে আগামী '৮৫ সাল পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ের জন্য কাগজ সরবরাহ করা হবে। তাই এই প্রকল্পে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ের কাগজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ইতিমধ্যেই এই বিশেষ প্রকল্পের অধীনে আগামী বছরের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যবই ছাপানোর জন্য কানাডা সরকার প্রায় ১০ লাখ মার্কিন ডলার সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ছাড়া এই প্রকল্পের অধীনে পাঠ্যবই ছাপানোর জন্য বিভিন্ন মুদ্রণ সামগ্রীও সরবরাহ করা হবে। এই খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ লাখ মার্কিন ডলার।